ঝিনাইদহের সড়ক যেনো মৃত্যুর ফাঁদ

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ঘটনায় মানুষের প্রাণহানীই শুধু নয়, বরং বিপর্যস্ত পরিবারের চিরস্থায়ী দুর্ভোগও বটে। নিয়মিত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। কোন ভাবেই সড়কে এই মৃত্যুর মিছিল থামছে না। প্রতিদিনই একের পর এক তাজা প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে থমকে যাচ্ছে বহু পরিবার। আর যেসব লোক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন অথবা পঙ্গুত্ববরণ করেন তাদের পরিবারের খবর কেউ রাখে না। সড়ক দুর্ঘনার এই অবস্থা এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। একটি ঘটনার রেশ না কাটতেই ঘটছে আরেকটি ঘটনা। এদিকে গত তিনমাসে ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩২জন নিহত হয়েছেন।

এরমধ্যে সদর উপজেলায় ৮ জন, কালীগঞ্জে ৭ জন, মহেশপুরে ৭ জন, কোটচাঁদপুরে ২ জন, শৈলকুপায় ৬ জন ও হরিণাকুণ্ডুতে ২ জন রয়েছে।

নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগ সড়ক-মহাসড়কে চলালকৃত অবৈধ যানবাহনের কারণে মারা গেছেন। এছাড়া কিশোর ও তরুণ কলেজ শিক্ষার্থীরাও দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালানোর ফলে প্রাণ হারিয়েছেন।

নিরাপদ সড়ক চাই সংগঠেনের কর্মী সাকিব মোহাম্মদ আল হাসান জানান, সড়ক মহাসড়ক ক্রমেই অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। প্রতি নিয়ত সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পাল্লা ভারি হচ্ছে, কিন্তু কোন প্রতিকার নেই।

জেলা সুজনের সভাপতি ও মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু জানান, বৈধ যানবাহন নিয়ন্ত্রন করতে না পারলে সড়কে এই মৃত্যুর মিছির থামানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে সমাজের সব শ্রেনীর মানুষকে যুক্ত হতে হবে।

ঝিনাইদহ বিআরটিএর সহকারী পরিচালক আতিয়ার রহমান জানান, আমরা তো সব সময় সড়কে নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছি। ড্রাইভারদের প্রশিক্ষন দিচ্ছি, মানুষকে সচেতন করছি। তারপরও সড়ক দুর্ঘটনা রোধ সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন সড়কে নতুন নতুন গাড়ি চলাচল করছে। ফলে সড়কগুলো বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠছে।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে পুলিশের ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আমরা সড়ক-মহাসড়কে অবৈধ যানবাহন মুক্ত করতে প্রতি নিয়ত অভিযান চালাচ্ছি। চলাচলকৃত নসিমন, করিমন, আলমসাধু, ভটভটি ও ইজিবাইক আটক করে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। তরপারও তাদের থামানো যাচ্ছে না।

তিনি বলেন পুলিশের একার পক্ষে অবৈধ যানচলাচল বন্ধ করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হয় তবে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

ঝিনাইদহে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত

‘সচেতনতা-স্বীকৃতি মুল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে মঙ্গলবার সকালে কালেক্টরেট চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এতে জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আরিফুল ইসলাম, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের, সহকারী পরিচালক মমিনুর রহমান, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন, জেলা প্রতিবন্ধি বিষয়ক কর্মকর্তা তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের প্রশিক্ষিত করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহের টিসিবি’র ডিলার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিবাদ সভা

ঝিনাইদহের টিসিবি’র বিভিন্ন ডিলারদের হয়রানি ও কর্মকর্তা- কর্মচারীদের নামে মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে শহরের হামদহ বাইপাস এলাকার টিসিবি’র কার্যালয়ের সামনে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার মেসার্স আফজাল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আফজাল হোসেন, মেসার্স ৭১ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খসরুজ্জামান বাবু, মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খায়রুল ইসলাম টিটন, মেসার্স আফতাব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আফতাব হোসেনসহ ১০২ জন ডিলার অংশ গ্রহন করেন।

তারা অভিযোগ করে বলেন, ঝিনাইদহের টিসিবি’র ডিলার জয় এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী ওয়াজেদ আলী, শিমুল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী হারুন অর রশিদ বাদল ও শামীম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী শামীম হোসেনের যোগসাজসে অন্যান্য ডিলারদের পণ্য জোরপূর্বক নিয়ে ক্রয়- বিক্রয় করে থাকে। ডিলাররা তাদের পণ্য দিতে না চাইলে ওই ৩ ডিলারের মালিক প্রভাবশালী হওয়ায় বিভিন্নভাবে হয়রানি করে থাকে। শুধু তাই নয় এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন যার যার পণ্য তাকেই বিক্রির নির্দেশ দিলেও তা অমান্য করে ওই তিন ডিলার উল্টো টিসিবি’র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন দপ্তরে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করে যাচ্ছে।

এদিকে জয় এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী হামদহ এলাকার ওয়াজেদ আলী সরকারী নিয়ম কানুন না মেনে টিসিবি’র পণ্য অবৈধভাবে বিক্রয় করে নগদ অর্থ ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। ওয়াজেদ সরকারদলীয় নেতা ও সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে অন্যান্য ডিলারদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ও জিম্মি করে অবৈধভাবে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে। তার এই স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পেতে চাই অন্যান্য সকল ডিলাররা।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এমপি-মন্ত্রীরা প্রভাব খাটালে তাদের মান ক্ষুন্ন হবে-আহসান হাবিব

আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এমপি-মন্ত্রীরা প্রভাব খাটালে তাদের মান ক্ষুন্ন হতে পারে হুশিয়ারি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ আহসান হাবিব খান। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে ঝিনাইদহসহ ৫জেলার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমাদের সম্মানিত পলিটিক্যাল নেতৃবৃন্দ আছেন, সম্মানিত মেম্বর অব পার্লামেন্ট আছেন এবং মন্ত্রী মহোদয়রা আছেন তারা এই ভোট কার্যক্রমকে আন্তরিক ভাবে সহায়তা করবেন। কোন পক্ষপাতিত্ব বা কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। এটি আমরা বিশ্বাস করি এবং আশা করি। যদি এটার বিচ্যুতি হয় তাহলে তাদের সম্মানটা ক্ষুন্ন হবে। এ ব্যাপারে আমরা খুব সজাগ ও সচেতন।
নির্বাচন কমিশনার বলেন, এবার যেহেতু প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হবে। সেখানে সহিংসতা হবে না বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী ও প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টরা আমাকে আশ্বাস্ত করেছেন।

গত নির্বাচনের মতই আগামী দিনগুলোতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করে নির্বাচন কমিশনার বলেন, আপনারা আমাদের যেভাবে গত দিনে সহায়তা করেছেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেভাবে সহায়তা করেছেন ঠিক একই ভাবে শুধু এই উপজেলা নির্বাচনেই না ভবিষ্যতের সকল নিবাচনে আমাদের সহযোগিতা করবেন। আপনাদের কাছে বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশনা কামনা করছি।

এর আগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভায় ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার নির্বাচন কর্মকর্তাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের নির্বাচন নিয়ে নানা বিষয়ে

আলোচনা করেন তিনি।

সভায় ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ৫ টি জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ নির্বাচন কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

ঝিনাইদহে চাঁদা না দেওয়ায় প্রবাসীর মাথা ফাটিলো সাগান্না ইউনিয়নের রাজু মেম্বর

৫লক্ষ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ঝিনাইদহের সাগান্না ইউনিয়নের সাগান্না গ্রামের ব্রুনাই প্রবাসী মোশারফ হোসেনকে মাথা ফাটিয়ে দিলো একই ইউনিয়নের রাজু মেম্বর।

গতকাল রবিবার রাতে তাকে ডেকে রাজু মেম্বর আরো ৪ জনকে সাথে নিয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। রাজু মেম্বর সাগান্না ইউনিয়নের সাগান্না গ্রামের মৃত-নেকবার মন্ডলের ছেলে ও ৮নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বর। আহত প্রবাসী মোশারফ হোসেন আহত অবস্থায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

আহত ব্রুনাই প্রবাসী মোশারফ হোসেন জানান, দীর্ঘ ১৩ বৎসর আমি ব্রুনাই অবস্থান করি। আমি বিদেশ থাকাকালীন সময় থেকে আমার নিকট চাঁদা চেয়ে আসছিলো রাজু মেম্বর ও তার লোকজন। গত ২১ মার্চ আমি দেশে আসি। এরপর সে আমার নিকট ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। আমি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এরপর ২৬ মার্চ আমার এক আত্বীয় এ্যাকসিডেন্ট করায় বাহিরে অবস্থান করি। এসময় রাজু মেম্বর আমার বাড়ীতে থাকা দুই নাবালক ইমরান ও রাব্বীর নিকট থেকে বাড়ী তালা দিয়ে বাড়ীর চাবি নিয়ে চলে যায়। আমি ২৯ মার্চ বাড়িতে আসলে ট্রাক্টরের চাবিও নিয়ে যায়।

ঐদিন রাতে ৯৯৯ কল সেন্টারে কল করলে কাতলামাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্য বাড়ী ও গাড়ীর চাবি উদ্ধার করে দিয়ে যায়।

গত ৩১ মার্চ রাতে রাজু মেম্বর আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে আমাকে জামাল, মনোয়ার, আলম ও ছাত্তার হাত-পা ধরে রাখে আর রাজু মেম্বর লাঠি ও বাশের চটা দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এরপর রাজু মেম্বরসহ ৫জন আমাকে কিল-ঘুষি মেরে ফেলে রেখে যায়। আমার পরিবারের লোকজন আমাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আমি বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছি। সুস্থ হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা করবো বলেও তিনি জানান।

এ বিষয়ে রাজু মেম্বরের সাথে কথা হলে তিনি জানান, ব্রুনাই প্রবাসী মোশারফ হোসেনের মার-ধরের সময় আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। তবে আমি তার গয়ে হাত দেয়নি এটা তাদের পারিবারিক ঘটনা। এর সাথে জড়িত নয় বলে তিনি জানান।

ঝিনাইদহে ৩৫’শ কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

আউশ এর আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খরিপ/২০২৪-২৫ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ঝিনাইদহে ৩৫’শ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি দত্ত, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবী, সদর উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মুহাম্মদ জুনাইদ হাবীব, সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মীর রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে সদর উপজেলার ১৭ টি ইউনিয়ন

ও ১ টি পৌরসভার ৩ হাজার ৫’শ কৃষকদের মাঝে উপশী আউশ এর আবাদ এর জন্য উন্নত জাতের বীজ ৫ কেজি, ডিএমপি সার ১০ কেজি, এমওপি সার ১০ কেজি করে মোট বীজ ১৭.৫ মে. টন এবং মোট সার ৭০ মে. টন সুবিধাভোগী কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুন্ডুতে খাঁন ইট ভাটার ট্রাক্টর চাকায় পিষ্ট হয়ে কলেজ শিক্ষক নি*হত

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ইট ভাটার ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে রেজাউল করিম নামের এক কলেজ শিক্ষক নিহত হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার কলাফোলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল করিম হরিণাকুন্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের মৃত গণি মোল্লার ছেলে। তিনি সদর উপজেলার মল্লিক শহিদুল ইসলাম কারিগরি কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে উপজেলার যাদবপুর গ্রাম থেকে কলেজ শিক্ষক রেজাউল করিম মোটরসাইকেলে সদর উপজেলার নগর বাথান যাচ্ছিলো। পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা খান ইট ভাটার ইটবোঝায় একটি ট্রাক্টর চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি জিয়াউর রহমান জানান, দুর্ঘটনার ব্যাপারে হরিণাকুন্ডু থানায় সড়ক আইনে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় গাড়িটি আটক করলেও চালক পলাতক রয়েছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের এসএস পাইপের কাজে অনিয়মের অভিযোগ

কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের এসএস পাইপের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট অফিসের কারোর জানা নাই কাজে তথ্য। বিষয়টি জানতে চাইলে চটে গিয়ে কেন কি হবে এমন সব পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন প্রতিবেদককে উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,গেল ২৫-০৫-২০২৩ সাল থেকে ৬ কোটি ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৬শ ৬৩ টাকা ব্যয়ে এগিয়ে চলেছে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের নির্মান কাজ। এ কাজটি পান চুয়াডাঙ্গা জীবননগরের জাকাউল্লা কনস্ট্রাকশন। পরে কাজটি কিনে করছেন মহেশপুরের মেসার্স মনিরুল আলম খান নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি।

ওই ভবনের নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে।বর্তমানে কাজ চলছে এসএস পাইপের। অভিযোগ উঠেছে এ কাজে ব্যবহারিত এসএস পাইপের পুরুত্ব নিয়ে।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে কে জানালে,তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাকে ঘটনা দেখে রিপোর্ট দিতে বলেন। তবে আজও রিপোর্টটি দেননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এ দিকে এ কাজের অনিয়ম খুজতে গিয়ে প্রথমে এ প্রতিবেদক খোজ করেন কাজ দেখা শোনা করা উপজেলা প্রকৌশলী বিভাগের দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে। অবশেষে জানা গেল তিনি উপসহকারি প্রকৌশলী হুজাইফা রহমান। তিনি রয়েছেন দেড় মাস যাবৎ ট্রেনিংয়ে বাইরে।

মুঠো ফোনে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলেন, সিডিউল না দেখে কিছু বলা সম্ভব না। আর আমি রয়েছি ট্রেনিংয়ে বাইরে। কাজটি দেখার জন্য অফিসের সার্ভেয়ার আলী আহম্মদ কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি সব বলতে পারবেন।

এবার এ প্রতিবেদক গেলেন সার্ভেয়ার আলী আহম্মেদের কাছে। জিজ্ঞাসা করা হল এসএস পাইপ নিয়ে। তিনি বললেন,কাজটি আমার না। আমি এ বিষয়ে

কিছু বলতে পারবো না। আপনারা প্রকৌশলীকে জিজ্ঞেস করেন।
শেষ ভরসা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, এটা সঠিক জানা নাই। সিডিউল দেখে বলতে হবে।
তিনি আরো বলেন,দুই এক দিনের মধ্যে আপনারা নতুন প্রকৌশলীকে পাবেন। আপনারা ওনার কাছে জিজ্ঞেস করলে সব পাবেন।

রবিবার ছিল উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডুর এ উপজেলায় প্রথম কর্ম দিবস। বিষয়টি জানতে চাইলে প্রতিবেদকের উপর চটে গেলেন তিনি। পাল্টা প্রশ্ন করলেন প্রতিবেদককে। বললেন কেন আপনারা এ সব জেনে কি করবেন,আপনারা কি এ কাজটি করছেন।

এরপর তিনি বলেন,আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি এখন জানতে পারলাম। খোজ নিয়ে দেখি কোথায় কি সমস্যা হয়েছে।

ঠিকাদার জাকাউল্লা বলেন,এখন কাজ খারাপ করার কোন সুযোগ নাই। কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট অফিস কাজ মেপে বুঝে নিবেন। যেমন পাইপ দিয়ে কাজ করার কথা, সেটা দিয়েই করছেন তারা এমন দাবি ঠিকাদারের।

ঠিকাদার মনিরুল আলম খান (মিন্টু)বলেন,কাজটি আমি কিনে করছি। আর ওই কাজের এসএস পাইপের কাজটি বিক্রি করে দিয়েছি। এ জন্য কি হচ্ছে বলতে পারবো না। তবে এটা দেখে নেওয়ার দায়িত্ব অফিসের, ওনারা কি করছেন। তিনি বলেন, আমি আগামী কাল কাজের সাইডে যাব। কাজ খারাপ হলে সব খুলতে হবে তাদের।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,ওটা তো প্রকৌশল বিভাগের কাজ। ওই সম্পর্কে ওনারা ভাল বলতে পারবেন।

তিনি বলেন,দিন শেষে সবই আমার মধ্যে, এ কারনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দেখে রিপোর্ট দিতে বলেছি। তবে তারা এখনো পর্যন্ত কোন রিপোর্ট আমাকে দেননি। এভাবেই চলছে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের নির্মানধীন ভবনের এস এস পাইপের কাজ। কোন সদোত্তর নাই কারো কাজে। কেউ জানেন না কাজ সম্পর্কে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুরে অভিযোগকারীকে পিটিয়ে আহত করলেন অভিযুক্তরা

অভিযোগের তদন্ত করে পুলিশ থানায় ফেরার আগেই আবারও অভিযোগকারীকে পিটিয়ে আহত করেছেন অভিযুক্তরা। গেল ২৮ মার্চ বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের হাড়ভাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামে। বর্তমানে ভুক্তভোগী তাসলিমা খাতুন স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভুক্তভোগী তাসলিমা খাতুন বলেন,গেল ২৫ মার্চ আমাদের বাড়িতে ঢিল ছোড়েন খায়রুলের ছেলে ইসরাফিল হোসেন। এই কথা জিজ্ঞেস করায় চেয়ারম্যানের নির্দেশে ইয়ারুল ইসলাম,সাদ্দাম হোসেন,তাসলিমা, কল্পনা,পাখি দল বেধে এসে আমাকে মারতে থাকেন।

এ সময় আমার চিৎকার স্থানীয়রা ছুটে আসলে তারা আমাকে ছেড়ে দেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,তাদের মূলত রাগ গেল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা নৌকার পক্ষে ভোট করেছিলাম। আর তারা ভোট করেছিল ট্র্যাক মার্কায়। সে থেকে তারা আমাদের ভাল চোখে দেখেন না। বিভিন্ন সময় তারা হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিল। সেদিন সামান্য ঘটনা নিয়ে তারা আমাকে মারপিট করেন।

বিষয়টি নিয়ে গেল ২৫-০৩-২৪ তারিখে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলাম। গেল ২৮ মার্চ ওই অভিযোগের তদন্ত আসেন কোটচাঁদপুর থানা থেকে। তিনি তদন্ত করে থানায় যাবার আগেই তারা দল বেধে এসে আবারও আমাকে মারপিট করতে থাকে। এতে আমি গুরুতর আহত হয়ে পড়ি।

এ সময় স্থানীয়রা আমাকে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান। ওই ঘটনায় আমার স্বামী বাবলু রহমান বাদি হয়ে থানায় আবারও একটা জিডি করেছেন।

বাবলু রহমান বলেন,তাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ভোটকে কেন্দ্র করে। আমরা নৌকার পক্ষে ভোট করায় তাঁরা বিভিন্ন সময় হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিল। মারার কোন সুযোগ পাচ্ছিল না। সে দিন সামান্য ঢিল ছোড়ার কথা জিজ্ঞেস করতেই তারা আমার স্ত্রী এভাবে মেরে আহত করেছেন।

ঘটনাটি নিয়ে থানায় জিডি করলেও এখানও তারা হুমকি ধামকি অব্যহত রেখেছেন। অন্যদিকে তাদের হাতে মার খেয়ে আমার স্ত্রী এখনও গুরুতর অসুস্থ্য রয়েছে। চিকিৎসাধীন রয়েছেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
বিষয়টি বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বলেন,ওই মহিলা আমাদের জায়গায় দখল করে বসবাস করেন। জায়গা ছেড়ে দেবার কথা বলে চলে আসাররপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। এ সময় আমাদের বাড়ির লোকজন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। গালিগালাজের এক পর্যায় হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। তবে আমরা কেউ তাকে মারিনি।

তিনি বলেন, মূলত তারা এখন আমাদের জায়গাটা ছাড়বে না। এ কারনে মামলা দিয়ে ঘটনাটি ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ওই মহিলা বেশ খারাপ। আমাদের নামে থানায় মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। আবার আদালতও মামলা করেছেন ওই নারী।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক(ওসি) সৈয়দ আল- মামুন বলেন,ওই ঘটনায় থানায় একটা অভিযোগ ও একটা জিডি করেছেন ভুক্তভোগী। এরমধ্যে জিডিটি আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালত আমাদের আদেশ দেবেন। এরপর আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিবো।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যু

ঝিনাইদহের পর এবার কালীগঞ্জের দারুস-শেফা প্রাইভেট হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় লাভলী বেগম (২৬) নামে এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে তার মৃত্যু হয়। লাভলী খাতুন জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার তৈলটুপী গ্রামের এনামুল কবিরের স্ত্রী। এই দম্পতির সাফি নামে ৭ বছরের এক ছেলে সন্তান রয়েছে। স্বামীর চাকরির কারণে তারা কালীগঞ্জ শহরে থাকতেন।

স্বজনরা জানায়, গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে শহরের

দারুস-শেফা প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শেফালীকে। সেখানে তার শরীরে অস্ত্রপ্রচার করেন চিকিৎসক রেক্সোনা পারভীন ইলোরা। অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে লাভলী বেগম কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেও তার শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। ভুল অস্ত্রাপচারে চিকিৎসক রেক্সোনা পারভীন প্রসূতির জরায়ু নারী কেটে ফেলেন। এরপরে রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় বিকাল ৪ টার দিকে পুনরায় লাভলী বেগমকে নেওয়া হয় অপারেশন থিয়েটারে। প্রায় ৩ ঘন্টা ধরে চলা দ্বিতীয় অস্ত্রাপচারের কথা বলে অপারেশন থিয়েটারেই রাখা হয় লাভলী খাতুনকে। স্বজনরা এ সময় রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে অপারেশন থিয়েটারের ভেতর থেকে বারবার জানানো হয় রোগী ভালো আছে। সেলাই শেষ করেই তাকে বেডে দেওয়া হবে। দীর্ঘ সময় পার হলেও রোগীকে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের না করাই স্বজনদের মনে সন্দেহ জাগে। এরপর একজন অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশ করে দেখেন রোগী অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। এ সময় চিকিৎসক রেক্সোনা পারভীন ইলোরা রোগীকে যশোরে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শনিবার ভোর রাতে মৃত্যু হয়।

লাভলী খাতুনের স্বামী এনামুল কবির জানান, দারুস-শেফা প্রাইভেট হাসপাতালের চিকিৎসক রেক্সোনা পারভীন ইলোরার ভূল চিকিৎসায় তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসক তার স্ত্রীর জরায়ু কেটে ফেলেছেন।

বিষয়টি জানতে চিকিৎসক রেক্সোনা পারভীন ইলোরার মোবাইলে ফোন দিলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

কালীগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আলমগীর হোসেন বলেন, দারুস- শেফা প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীরা বিভিন্ন সময় অভিযোগ করলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ ভুক্তভোগীরা ক্লিনিক মালিকের সঙ্গে রফা করে ফেলেন। তিনি বলেন রোগী মৃত্যুর ঘটনা শুনলাম, অবশ্যই এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।